

## বিশ্বস্তার বেইমানি করতে পারিনা

মোঃ আবদুল খালেক

ইন্টারনেটের সৌজন্যে সম্প্রতি আফ্রিকার একটি কালো শিশুর লেখা কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছিল। শিশু কবিতা নির্বাচনে, সামগ্রিক বিচারে ২০০৫ সালে এ কবিতাটি প্রথম স্থান লাভের সম্মান পেয়েছিল। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিল এ রকম- ‘আমি জন্মগ্রহণ কালে কালো, যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হই তখন কালো, যখন রৌদ্রে থাকি তখন কালো, যখন ভয় পাই তখনও কালো; রোগাক্রান্ত বা মৃত্যুর সময়ও কালোই থাকি। আর ফিলা! তুমি হচ্ছ সাদা, জন্মগ্রহণ কালে তুমি গোলাপী, প্রাপ্ত বয়সে হও সাদা, রৌদ্রে গেলে লাল, ঠাণ্ডায় নীল, মৃত্যুতে হও ধূসর, আর তোমরাই আমাকে বল কালারড’। আফ্রিকার এই কালো সরল মানুষগুলো যুগযুগ ধরে হয়েছে অবহেলিত, রয়েছে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, শোষিত এবং বিভিন্ন ব্যথিতে জরাগ্রস্ত। সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়, সভ্য দেশের মানুষেরা তাদের দেশকে বানিয়েছে উপনিবেশ। অথচ এসব এদেশের মাটির উপরে এবং নীচে বিস্তারিত রয়েছে অঢেল সম্পদের ভান্ডার। আর ঐ মানুষগুলোর মাঝে ঘুমিয়ে আছে অশেষ আশার সুপ্ত সম্ভাবনা। এদের প্রয়োজন শুধু বিকাশের সুযোগ।

পশ্চিম আফ্রিকার এমনি একটি দেশের এক জননেতা, গত ১৫ই মার্চ ২০০৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের "জয়েন্ট মিটিং অব দি ইউনাইটেড স্টেটস কংগ্রেস"এ দিয়েছিলেন এক সাড়া জাগানো বক্তৃতা। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দেশের সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সমস্যা ও সে দেশের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতেছিলেন। ভাষনের সময় উপস্থিত কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ছাড়াও গ্যালারী ভর্তি ছিল দেশী বিদেশী বিভিন্ন পেশার অনেক অতিথি। তাঁর ৩৫ মিনিট ভাষনের সময় ৩৩ বার উপস্থিত অতিথিবৃন্দ করতালির মাধ্যমে তাকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং শ্রোতাবৃন্দ ১২ বার দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং হাস্যোজ্জ্বল উচ্চকরতালি দিয়েছিলেন তখনই, যখন তিনি উল্লেখ করেন- "আমি আফ্রিকা থেকে নির্বাচিত প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি..."। তিনি আর কেহই নন, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ার 'লৌহ মানবিকা' বলে পরিচিত, দেশের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট- এলেন জনসন স্যারলিফ (Ellen Johnson Sirleaf)।

লাইবেরিয়া আফ্রিকার সবচেয়ে পুরানো একটি রিপাবলিকান রাষ্ট্র। আয়তন ৩৮,২৫০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা মাত্র ৩.৬ মিলিয়ন। ১১ বছর রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর সম্প্রতি জাতিসংঘ শান্তি মিশনের হস্তক্ষেপে দেশটিতে শান্তি ফিরে এসেছে। গত ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের সাধারণ নির্বাচন। শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও সেখানে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছে। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এদেশের মাটির উপরে আছে টিম্বার, রাবার, কাকাও, কফি এবং মাটির নীচে ছড়িয়ে আছে মূল্যবান সোনা, হীরা ও লোহার আকর। দেশের মাথাপিছু আয় (জিএনআই) ১১০ মার্কিন ডলার। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ৫৯% ভোট পেয়ে, জনসন স্যারলিফ লাইবেরিয়ার ২৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি চার সন্তানের জননী। জনগনের প্রতি অপার মাতৃবোধের জন্য স্যারলিফ সকলের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন ‘আফ্রিকা মা’ হিসেবে। তিনি লাইবেরিয়ার রাজনৈতিক দল ‘ইউনিটি পার্টির’ সদস্যা। ১৬ জানুয়ারী ২০০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন।

লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভো তে জনসন স্যারলিফ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩৮ সালের ২৯ অক্টোবর। অতি সাধারণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করে কোনদিনই স্বপ্ন দেখেননি যে, একদিন তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। তাঁর পিতামহগন ছিলেন কৃষক এবং গ্রাম্য ব্যবসায়ী। তারা কেহই লেখা পড়া না জানলেও, তারা ছিলেন প্রকৃত দেশ প্রেমিক এবং শিক্ষার অনুরাগী। তাদের আদর্শই স্যারলিফকে শিক্ষিত, সত্যবাদী এবং নিঃস্বার্থ জনসেবার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্যারলিফের মাতা অনেক কষ্টের মাঝেও তাকে স্কুলে পাঠান এবং তিনি ‘কলেজ অব ওয়েস্ট আফ্রিকা’ (মনরোভিয়া) থেকে গ্রাজুয়েট হন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ‘মেডিসন বিজনেস কলেজ’ এবং ‘কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে’ পড়াশুনা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। রাজনীতিতে প্রবেশের আগে তিনি বিশ্বব্যাংকের অফিসার এবং জাতিসংঘের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে চাকুরী করেছেন। তৎকালীন লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টোলবার্ট এর সময় ১৯৭৯ সালে তিনি ফাইন্যান্স মিনিষ্টারের দায়িত্ব পালন করেন। উইলিয়াম টোলবার্ট ক্ষমতায় থেকে সরে যাওয়ার পরে, তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও

কেনিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে লাইবেরিয়ার মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে দুইবার কারাবরণ করতে হয়। তখন কোন এক সময় তাঁর কারাকক্ষে অন্যান্য বন্দীর সাথে ১৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছিল। কারাবরণ হওয়ার দিনই ১৫ জন বন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, সে সময় একজন সৈনিকের হস্তক্ষেপে তিনি কারাগারে ধর্ষণ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন।

এলেন স্যারলিফ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভায় ভাষণের সময়, তিনি তাঁর দেশের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। রক্ত পিপাসু গৃহযুদ্ধ দেশের নাগরিকদের মাঝে টেনে এনেছে পদে পদে ধুংস আর সাধারণ জনগনের প্রানে ভারাক্রান্ত দুঃখ। পরিবারগুলো হয়েছে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন। ধুংস হয়েছে রাস্তা ঘাট, শেষ হয়েছে পানীয় পানির ব্যবস্থা। দরিদ্র লোকজন দূষিত পানি পান করে ভুগছে নানাবিধ রোগে। আরোগ্যসাধ্য ম্যালেরিয়া, অপুষ্টি, যক্ষ্মা, আমাশয় রোগ নিরাময়ের জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা সেখানে অনুপস্থিত। দেশে বিদ্যুৎ নাই, লেখাপড়া নাই, স্কুল কলেজ গুলো সব বন্ধ। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে গৃহযুদ্ধের ধুংস বিভীষিকা। ২৫০,০০০ লোক হারিয়েছে তাদের অমূল্য জীবন। লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে দেশ ত্যাগী শরণার্থী। আর যারা দেশ ত্যাগ করতে পারেনি, তারা বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে যোগদিয়েছে এক মিলিশিয়া থেকে অন্য মিলিশিয়া বাহিনীতে। জীবন বাঁচার জন্য তাদেরকে ভক্ষন করতে হয়েছে গাছপালা ও জংলী প্রাণী। ছোট ছোট কিশোরদেরকে হাতে তুলে দেয়া হয়েছে মারনাজ। এই অবুঝ কিশোরেরা এ অঙ্গদ্বারা হত্যা করেছে তাদের স্বজাতিকে বা নিজেরা হয়েছে অন্যের হত্যার শিকার। কচি মেয়েরা বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই শিকার হয়েছে জোড়পূর্বক ধর্ষণের, হতে হয়েছে অপ্ৰাপ্ত বয়স্কা মা। তাদেরকে বানানো হয়েছে যৌনক্রীতদাসী।

২০০৫ সালে স্যারলিফ তাঁর নির্বাচন প্রচারণার সময় এইসব শিশু কিশোররা তাকে বিনীত অনুরোধে জানিয়েছেন যে, তারা স্কুলে যেতে চায়, শিক্ষা চায়, তারা স্বপ্ন দেখতে চায়। যুবকেরা বলেছে- তারা নিজেদেরকে কখনও পরাজিত মনে করছেন। শিক্ষিত হয়ে তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করতে চায় এবং দেশের পরিবর্তন আনতে চায়। সাধারণ মহিলারাও, পুরুষদের মত সমতালে কাজ করার সুযোগ চায়, শিক্ষিত হতে চায়, ধর্ষণ থেকে নিরাপত্তা চায়। তারা তাদের শিশুদের জন্য দুশনমুক্ত পানি এবং খাবার দিয়ে তাদেরকে অকাল মৃত্যু ও অপুষ্টি থেকে বাঁচাতে চায়। মিলিশিয়ার প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ আর যুদ্ধ চায়না। যুদ্ধ করতে করতে তারা পীড়িত। তারা এখন প্রকৃত প্রশিক্ষণ চায়, চাকুরী চায়, অঙ্গদ্বারা নিরাপত্তা ও শান্তির রক্ষাকারী হতে চায়। দেশের শিশু, কিশোর, যুবক ও প্রৌঢ়দের মাঝে তিনি দেখেছেন এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার আলো। তারা সবাই তার নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস এনে আশার স্বপ্ন দেখছে।

এলেন স্যারলিফ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর দেশকে পূর্ণগঠনের জন্য দুর্নীতির ক্ষতগুলো চিহ্নিত পূর্বক দুর্নীতি উৎখাত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাস্তাঘাট পুনঃনির্মাণ, দেশীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং চাকুরীতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, জাতীয় সত্যবাদীতার প্রবর্তন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি দেশে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, সন্ত্রাসের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও শ্রমকে পুরস্কারে রূপান্তর করার জন্য তার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন- "মহান করুনাময় লাইবেরিয়াকে অশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে ভরপুর করেছেন। লাইবেরিয়ায় আছে রাবার, টিম্বার, ডায়মন্ড, সোনা ও লোহার খনি। এখানকার মাটি অতি উর্বরা, আছে প্রাকৃতিক পানি সরবরাহের অপরিসীম উৎস। জনগনের আশা সূর্যের আলোর মত উষ্ণ ও সর্বদা সম্ভাষণপূর্ণ। সবাইকে নিয়ে লাইবেরিয়াকে গড়ে তুলব একটি উজ্জ্বলময় 'বেকনলাইট' হিসেবে। লাইবেরিয়ার শিশুরা, যুবক, যুবতী এবং সরল জনগন যে আশা করে আমাকে নির্বাচিত করেছেন, আমি কিছুতেই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা। আমরা অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হব। আমি লাইবেরিয়ার শিশুদের মুখে হাসি ফিরায়ে আনব এবং অবশ্যই সকলকে একটা গর্বিত লাইবেরিয়া উপহার দেব। আমি কিছুতেই তাদের বিশ্বস্ততার প্রতি বেইমানি করতে পারিনা।"

আইভরী কোষ্ট,

২১. ৪. ২০০৬